প্রশিক্ষণ-পূর্ব অজ্ঞিতা যাচাই-পত্র

প্রাপ্ত নম্বর:

অংশগ্রহণকারীর নাম: ..... রেজিঃ নং: .....

(নির্দেশনা: নাম ও রেজিস্ট্রেশন নং লিখুন। প্রশ্নে নিচে ফাঁকা জায়গায় উত্তর লিখুন। ১০ মিনিটের মধ্যে উত্তরপত্র সহায়কের নিকট ফেরত দিন। পূর্ণ নম্বর হলো ১০।)

১। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়?

২। চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লিখুন।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে কতটি বিভাগ রয়েছে ?

৪। পিটিআই প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য?

৫। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কী ?

৬। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির একটি উদ্দেশ্য লিখুন।

৭। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে একটি পার্থক্য লিখুন।

৮। শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি পার্থক্য লিখুন।

৯। কার্যোপর্যোগী গবেষণার একটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

১০। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মধ্যে একটি সম্পর্ক লিখুন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে জানা
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যক্রম (পিইডিপি ৩) পর্যালোচনা করা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম ব্যাখ্যা করা
- বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জানা
- শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের পার্থক্য জানা
- সি-ইন-এড ও ডিপিএড উন্নয়ন কাঠামো পর্যালোচনা করা
- মূল্যায়ন ও যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ধারণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা
- কার্যোপযোগী গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করা
- একীভূত শিক্ষার ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে জানা
- অটিজম সম্পর্কে ধারণা, অটিস্টিক শিশুদের আচরণিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ধারণা ও ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করা
- পিটিআই প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এর ভূমিকা জানা
- শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- শিশুরা কীভাবে শেখে তা পর্যালোচনা করা
- বয়স্ক শিখন তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- শিক্ষক্ষেত্রে মূল্যবোধ, সম্পর্ক স্থাপন ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি :

- সময় মেনে চলা
- মনোযোগী হওয়া
- প্রশ্ন করতে হলে হাত তোলা
- প্রমিত চলিত রীতিতে কথা বলা
- দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- অন্যের কথা বলার সময় কথা না বলা
- কোনো বিষয় না বুঝলে নিঃসঙ্কোচে জানতে চাওয়া
- প্রশিক্ষণকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা
- প্রশিক্ষণ চলাকালিন নেমকার্ড ব্যবহার করা।

দিন-১

১। শিরোনাম: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিবর্তন

২। মূলভাব : সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল ৬+ বছর থেকে ১০+ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বাংলাদেশ শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল ৬+ থেকে ১৪ বছর তথা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ।কয়েক শতক ধরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ফল আমাদের বর্তমান শিক্ষা কাঠামো। তাই বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস জানতে হলে তার পূর্বের কথাও আমাদের জানতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ অংশ হিসেবে কখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় তা সঠিক করে বলা কঠিন। কালক্রমে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক। একারণে এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈদিক, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক বৃটিশ-ভারত এবং নয়া-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী পরাধীনতার অবসান ঘটে ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেশের উন্নয়ন চিন্তার কেন্দ্রে চলে আসে। বর্তমানে অধিবেশনে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ও উপধারা বিষয়ে জানব।

৩। সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ ধারা বর্ণনা করতে পারবেন;

(খ) বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি ও কৌশল: দলীয়ভাবে তথ্যপত্র পর্যালোচনা, উপস্থাপন এবং প্রশ্নোত্তর।

৬। সহায়ক সামগ্রী: তথ্যপত্র/সহায়ক পুস্তিকা, পোস্টার পেপার, আঠা, মার্কার, ভিপকার্ড, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া।

৭। অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অতীত ও বর্তমান (তথ্যপত্র পর্যালোচনা) **সময় :** ৫৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অতীত ইতিহাসের নিম্নোক্ত ৩টি ধারাএকটি সমন্বিত একটি ধারণা তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ছয়টি দলে ভাগ করুন।
- দলসমূহকে তথ্যপত্র পর্যালোচনা করে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পরিবর্তনসমূহের নিম্নোক্ত প্রবাহচিত্র লিপিবদ্ধ করতে বলুন
  - দল ১ ও ২ : ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা
  - দল-৩ ও ৪ : পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষা
  - দল ৫ ও ৬ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

- তথ্যপত্র পর্যালোচনার জন্য দলীয়ভাবে বসতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে তাদের তথ্যপত্র মনোযোগ সহকারে পড়তে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নোট নিতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে তাদের অংশের শিক্ষা বিকাশের ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জী ল্যাপটপে লিখতে বলুন।
- সকল দলের কাজ উপস্থাপন শেষে প্লেনারিতে উপস্থাপন করতে বলুন।
- অন্যদলকে উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।
- সকলকে অন্যদলের বিষয়ে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিভিন্ন দলের আলোচনা সমন্বয় করে আপনি সকলের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করুন।
- বর্তমান অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

কাজ-১: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা **সময় :** ২৫ মিনিট

- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রত্যেকটি স্তর আলাদা পোস্টার পেপারে আগে লিখে রাখুন।
- প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কাঠামো কী ? অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নটি করুন। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো ও স্তর সম্পর্কে পূর্বে লিখে রাখা কার্ড দেখান।
- কার্ডগুলো এলোমেলোভাবে বোর্ডে লাগিয়ে দিন।
- অংশগ্রহণকারীদের থেকে দুই এক জনকে কার্ডগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজাতে বলুন। আপনি ব্যখ্যা দিন, সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- প্রশ্নোত্তরে কাঠামো বিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।
- মাল্টিমিডিয়ায় পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কাঠামো বিন্যাস প্রদর্শন করুন। কোন প্রশ্ন থাকলে তা ব্যাখ্যা করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ১০ মিনিট

- বৃটিশ শাসন আমলে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ?
- স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কী ?
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোতে পিটিআই এর অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

১। শিরোনাম: বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

২। মূলভাব: শিক্ষানীতি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি কৌশল ও আদর্শের বিবরণ। এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত ই খুদার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। বিস্তৃত কাজের মাধ্যমে কমিশন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করেন। কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালের ৩০মে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার বাস্তব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়। দেশের শিক্ষানীতি বাস্তবানুগ ও সমসাময়িক রাখতে সময়ে সময়ে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কিছু শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশন তাদের প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রদান করে। এ সব কমিশনের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে অধ্যাপক কবির চৌধুরির নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। এ শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ আট বছর পর্যন্ত বাড়ানো, অষ্টম শ্রেণি সমাপনের পর প্রাথমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা আয়োজন এবং পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্কুল বৃত্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০ এ বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের।

৩। সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

৪। শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) বাংলাদেশে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও তার সুপারিশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

(খ) 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সন্নিবেশিত নীতি ও নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি ও কৌশল: দলীয়ভাবে তথ্যপত্র/সহায়ক পুস্তিকা পর্যালোচনা, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

৬। সহায়ক সামগ্রী: তথ্যপত্র/সহায়ক পুস্তিকা, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' পোস্টার পেপার, মার্কার, গ্লু , ভিপকার্ড, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া।

৭। অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি ২০১০ পর্যালোচনা **সময় :** ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভে"ছা বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার পূর্বে আধুনিক প্রাইমারি এডুকেশনের সূচনা ও বিকাশের বর্ণনা করবেন।
- বক্তব্য প্রদানের সময় অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চান।
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
- বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- নির্দেশনা দিন প্রতিটি দল যেন তথ্যপত্র ও তথ্যপুস্তিকা থেকে ড.কুদরাত এ খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও জাতীয় শিক্ষানীতির(২০১০) মধ্যে সাদৃশ্য পর্যালোচনা করেন।
- দলীয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের উপস্থাপনের জন্য ল্যাপটপ ব্যবহার করতে বলুন। দলীয় চূড়ান্ত সুপারিশ মাল্টি-মিডিয়া ব্যবহার করে প্রদর্শন করতে বলুন।

কাজ-২: শিক্ষানীতি ২০১০'এ বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকিত নীতি ও নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন। **সময় :** ৩৫ মিনিট

- ৬টি দলে জিকস পদ্ধতিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' পড়তে বলুন। ০৬টি দলকে শিক্ষানীতির ০৬টি বৈশিষ্টমন্ডিত এলাকা পৃথক ভাবে পড়তে দিন।

  ১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
  ২. ভর্তির বয়স, বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষা-সামগ্রী
  ৩. ঝরে পড়া সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ ও কৌশল
  ৪ আদিবাসী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু ও পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু
  ৫. শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন
  ৬. বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

- খেয়াল রাখুন যেন দলের সকলে মনোযোগ সহকারে তাদের অংশটি পড়েন এবং খাতায় নো রাখেন।
- কাজ শেষে দলের অন্যদের সামনে তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- অতঃপর একই কাজের অংশগ্রহণকারীদেরকে একত্র করে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করুন।
- দলে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।
- আলোচনা শেষে পূর্বের দলে ফিরে যেতে বলুন এবং কাজ / বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।
- তাদের মূলদলে ফিরে গিয়ে সকলের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করতে বলুন।
- মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে দলীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলের উপস্থাপনার সময় সকলকে আলোচনায় আনুন এবং পরিশেষে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন ও অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময় :** ১০ মিনিট

* শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে কিন্তু এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এমন বিষয় কী কী?
* ড. কুদরত এ খুদা কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মধ্যে সাদৃশ্য বিষয় কী?

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

দিন-১

১। **শিরোনাম: প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যক্রম-পিইডিপি ৩**

২। **মূলভাব:** 'আমাদের সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা' এই অঙ্গীকার নিয়ে পিইডিপি-৩ বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুর অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন, শিখন-পরিবেশ ও শিখন-যাচাই এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে,কার্যকর ও সময়োপযোগী শিশুবান্ধব শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর কর্মোপোযোগী, একীভূত এবং সমতা-ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। সাধারণভাবে পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, (১) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ (২) বিদ্যালয়ের পরিবেশ (৩) বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশ। এ কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদাসমূহকে সমন্বিতভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চিহ্নিত ও সমর্থন যোগানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।এ অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় পিইডিপি ৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কম্পোনেন্টসমূহ এবং ডিএলআই আরোপিত কম্পোন্টেসমূহ জানবেন এবং ইউআরসিকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের কাজের যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

৩। **সময়:** ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৪। **শিখনফল:** অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

(খ) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর কম্পোনেন্টসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

(গ) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর ডিএলআই আরোপিত কম্পোন্টেসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(ঘ) পিইডিপি-৩ এর কম্পোনেন্টগুলোর অভ্যন্তরে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবেন।

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল:** দলীয়ভাবে তথ্যপত্র/সহায়ক পুস্তিকা পর্যালোচনা, উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর

৬। **সহায়ক সামগ্রী:** তথ্যপত্র/সহায়ক পুস্তিকা, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ

৭। **অধিবেশনের বিবরণ:**

কাজ-১: তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি **সময়: ১ ঘন্টা ১০ মিনিট**

- উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এ অধিবেশন শুরু করুন। পিইডিপি-৩ এর পূর্বে যে সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে সে সব প্রকল্পের সারসংক্ষেপ বলুন এবং পিইডিপি-৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। তথ্যপত্র সরবরাহ করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ০৪টি দলে ভাগ করুন।
- ১ম দলকে কর্মসূচি-৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,
- ২য় দলকে কর্মসূচি-৩ এর কম্পোনেন্টসমূহ এবং
- ৩য় দলকে কর্মসূচি-৩ এর ডিএলআই আরোপিত কম্পোন্টেসমূহ
- ৪র্থ দলকে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমানের উপাদানসমূহ-এরউপর পর্যালোচনা লিখতে দিন। প্রত্যেক দলকে তথ্যপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সরবরাহ করুন। দলে বসে তাদের অংশে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বিষয়ক যেসকল উপাদান রয়েছে তার তালিকা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলীয় প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি হয়ে গেলে তা ল্যাপটপে কম্পোজ করতে বলুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময় :** ৫ মিনিট

* পিইডিপি ৩ এর কৃতিসূচকসমূহ উদ্দেশের সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

খ) দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ ছিল কি? কেউ নিষ্ক্রিয় থাকলে তার কারণ ভাবুন।

গ) শিখনফল অর্জনে অনুসৃত কাজ যথেষ্ট ছিল কি? না থাকলে নতুন কী কাজ করা যেতে পারে চিন্তা করুন।

দিন-২

১। **অধিবেশন শিরোনাম : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম।**

২। **মূলভাব :** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও জীবন ত্যাগী শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে।তাই বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জীবন ত্যাগী শিখন ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুপারিশ করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে, যেখানে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুর বিকাশের ৪টি প্রধান ক্ষেত্র বা উড়সধরহবিবেচনায় নিয়ে তাকে ৮টি শিখনক্ষেত্র বা খবধৎহরহম ধৎবধ তে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রকে আবার একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় (Attainable competency) বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকেও একাধিক শিখনফলে (Learning outcome) নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং শিখনফল অর্জনের জন্য একাধিক পরিক-ল্পিত কাজ ও শিখন শেখানো কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। **সময় :** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **শিখনফল :** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

(খ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিখন ক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫। **পদ্ধতি ও কৌশল :** প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ ও পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ।

৬। **সহায়ক সামগ্রী :** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার,

৭। **অধিবেশনের বিবরণ**

কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। **সময়:** ২৫ মিনিট

- কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন কেন? প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ভিপ কার্ডে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৩টি করে প্রয়োজনীয়তা লিখতে বলুন।
- শ্রেণিকরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামতসমূহ বোর্ডে উপস্থাপন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শ্রেণিকরণকৃত মতামত থেকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বের করার চেষ্টা করুন।
- পোস্টার পেপার বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করুন এবং তা বোর্ডে উপস্থাপিত মতামতের সাথে তুলনা করে দেখান। যে যে বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীদের মতামতে আসেনি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ-২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখন ফলের মধ্যে সম্পর্ক। **সময়:** ১ ঘন্টা

- ৮টি শিখনক্ষেত্র সম্বলিত পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডটি প্রদর্শন করুন।
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিখনক্ষেত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা পরিস্কার করুন।
- এবার যে কোনো একটি শিখনক্ষেত্র, শিখনক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট সবগুলো শিখনফল সম্বলিত ২য় স্লাইডটি উপস্থাপন করুন।
- পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিখনক্ষেত্রের সাথে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে শিখনফলের সম্পর্ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে ৮টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে একটি করে শিখনক্ষেত্রের বিপরীতে যে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহের বিপরীতে যে সকল শিখনফল রয়েছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রতিটি দলকে ১টি করে (১) সহজে অর্জনযোগ্য শিখনফল, (২) মোটামুটি সহজে অর্জনযোগ্য শিখনফল এবং (৩) অর্জনকরা কষ্টসাধ্য শিখনফল বলতে বলুন।

- **অংশগ্রহণকারীদের নিশ্চিত করুন-শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ি ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে যথাযথভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে প্রত্যাশিত শিখনফলসমূহ শিশুদের দিয়ে অর্জন করানো সম্ভব। সকল যোগ্যতা অর্জন করনোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ও ওয়ার্কবুকে বিষয়বস্তু ও কার্যক্রম দেয়া আছে।**
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যরবলুন।
* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিখন ক্ষেত্রসমূহের নাম বলুন।
* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের একটি শিখনক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত একটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার নাম বলুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

খ) দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ ছিল কি? কেউ নিষ্ক্রিয় থাকলে তার কারণ ভাবুন।

গ) শিখনফল অর্জনে অনুসৃত কাজ যথেষ্ট ছিল কি? না থাকলে নতুন কী কাজ করা যেতে পারে চিন্তা করুন।

ঘ) অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক ছিল কি?

দিন-২

১। অধিবেশন শিরোনাম : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী।

২। মূলভাব : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শুধু লেখাপড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখানে শিশুদের নানা ধরনের কাজেরও সম্পৃক্ত করা হয় যা তার বিকাশ ও শিখনের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুরা এই শ্রেণিতে নানা ধরনের খেলনা ও উপকরণ নেড়েচেড়ে, উল্টে-পাল্টে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে নিজেরা নিজেরাই শেখে। সুতরাং এসব কাজে যথোপযুক্ত শিখন শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠনসামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এ অধিবেশনে এনসিটিবি কর্তৃক প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রীসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রী চিনবেন ও সেগুলোর নাম বলতে পারবে।

(খ) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রীর ব্যবহার বলতে পারবেন।

৫। সহায়ক সামগ্রী : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্কবুক, অনুশীলন খাতা, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, ফ্লিপ চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, গল্পের বই ও খোলার সামগ্রী (প্রতিটি কমপক্ষে সেট করে), পোস্টার পেপার। (পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবেযে কোনো ৩টি কর্ণারে শিক্ষা উপকরণগুলো ভাগ করে রাখুন। প্রথম কর্ণারে শিক্ষক সহায়িকা, অনুশীলন খাতা ও ওয়ার্কবুক, দ্বিতীয় কর্ণারে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, ফ্লিপ চার্ট ও ফ্লাশ কার্ড এবং তৃতীয় কর্ণারে গল্পের বই ও খেলার সামগ্রী প্রতিটি ১ সেট করে রাখুন।)

৬। পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ।

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি। **সময়: ১ ঘন্টা** ২৫ মিনিট

- কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করুন-প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য কী ধরণের শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে ? অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বিভিন্ন কর্ণার ঘুরে ঘুরে শিখন শেখানো সামগ্রী দেখে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন।
- কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। কোনো শিখন শেখানো সামগ্রীর নাম বাদ পড়লে তা অন্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংযুক্ত করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে একটি করে কর্ণারে অবস্থিত শিক্ষা শিখন-শেখানো সামগ্রীসমূহ পর্যালোচনা করে কীভাবে তা শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রতিটি উপকরণের জন্য আলাদা আলাদা দলীয় আলোচনার সারাংশ পোস্টারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- দলীয় আলোচনা উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের আলোচনার পর অন্যান্য দলের মতামত নিন বা অন্যান্য দলের সদস্যদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করুন। পরিশেষে প্রতিটি শিখন-শেখানো সামগ্রী সম্পর্কে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

* প্রাক-প্রাথমিক স্তরেরশিখন-শেখানো সামগ্রীর নাম বলুন।
* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য নির্ধারিত সামগ্রীটির নাম কী?
* প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত দশটি গল্পের বইয়ের নাম বলুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

খ) দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ ছিল কি? কেউ নিষ্ক্রিয় থাকলে তার কারণ ভাবুন।

গ) শিখনফল অর্জনে অনুসৃত কাজ যথেষ্ট ছিল কি? না থাকলে নতুন কী কাজ করা যেতে পারে চিন্তা করুন।

ক) সকলে শিখনফল অর্জন করতে পেরেছেন কি? না করতে পারলে তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা বলুন।

খ) অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক ছিল কি?